ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আবারো পরিণীতির ভিডিও ভাইরাল

পৃঃ ৫

নেইমারের পিএসজি ছাড়ার খবর উড়িয়ে দিলেন তার বাবা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৫ ● কলকাতা ● ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৫ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

লুকিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের নয়',

কন্যাশ্রীর দশম বর্ষ উদযাপনে তোপ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার কন্যাশ্রীর দশম বর্ষ উদযাপন হল ধনধান্য অডিটোরিয়ামে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখান থেকে তিনি স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেন। তাছাড়া উপস্থিত ছাত্রীদের কন্যাশ্রী প্রকল্পটি বোঝান। এই প্রকল্প যে এখন মাইলফলক স্পর্শ করেছে তা বলতে ভোলেননি মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের জন্য যাঁরা কাজ করেছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের মনে রাখার কথাও বলেন তিনি। তবে এই মঞ্চ থেকে তোপ

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০২৩ "স্বাধীনতা দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৬ই আগস্ট, ২০২৩ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৭ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

মোদী বাংলার কর্মীদের বলেছিলেন দ্বারভাঙায় এইমস তৈরি হয়ে গেছে,

অথচ সেখানে ধূ ধূ প্রান্তর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের আগে শনিবার এক প্রস্থ মোদী-মমতা দ্বৈরথ দেখেছে বাংলা। সেদিন কোলাঘাটে পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন করেছিল বিজেপি। তাতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বক্তৃতা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । সেই বক্তৃতায় মোদী বলেছিলেন, 'অসমের গুয়াহাটি থেকে বাংলার কল্যাণী, ঝাড়খণ্ডের দেওঘর থেকে বিহারের দ্বারভাঙা পর্যন্ত এমন সুপরিকল্পিত ভাবে নতুন নতুন এইমস হাসপাতাল খোলা হয়েছে, যাতে চিকিতসার জন্য মানুষকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে যেতে না হয়।'তেজস্বীর দাবি খণ্ডন করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মনসুখ মান্ডোবিয়া বলেছেন, তেজস্বীজি কেন্দ্র সরকার উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করে না, উন্নয়নের রাজনীতি করে। এইমসের জন্য যে জমি প্রথমে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা বদলে দেওয়া হল কেন? কেন্দ্রের টিম সমীক্ষা করে দেখেছে নতুন জমি এইমসের জন্য উপযুক্ত নয়। কার স্বার্থে জমি বদল করা হল, তার জবাব আপনারাই দিন।

পশ্চিমবঙ্গেও জমি জটে এইমসের কাজে অনেক দেরি হয়েছিল। রায়গঞ্জের পরিবর্তে রাজ্য সরকার কল্যাণীতে জমি দেওয়ার পর দিল্লি-নবান্ন কিছুটা চাপানউতোর হয়। ফলে ২০০৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এইমসের প্রস্তাব পাশ হওয়ার তা দিনের আলো দেখতে দশ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়।কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই দাবি করলেও, দেখা যাচ্ছে দ্বারভাঙায় এইমস হাসপাতাল শুরু হওয়া পরের কথা, সেখানে একটা ইটও গাঁথা হয়নি। আর তা নিয়েই এবার সর্বভারতীয় স্তরে বিরোধী নেতারা মোদীকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছেন। বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, কোন অদৃশ্য এইমসের কথা বলছেন

এরপর ৩ পাতায়

যাদবপুরকাণ্ডে রাজ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

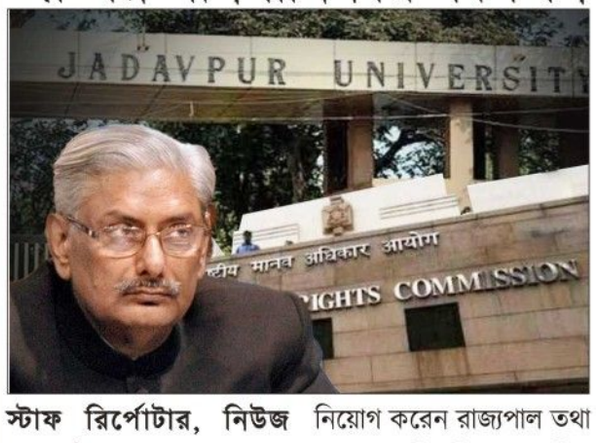

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। স্বতঃপ্রণোদিত এই নোটিসে কমিশন জানায়, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ঘটনার আগে ডিনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মৃত ছাত্রের সহ-আবাসিকেরা।

প্রসঙ্গত, গত মার্চ মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে ইস্তফা দেন সুরঞ্জন দাস। এর পর অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে যাদবপুরেরই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অমিতাভ দত্তকে নিয়োগ করেন রাজ্যপাল তথা রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু গত ৪ অগস্ট অমিতাভও ইস্তফা দেন। এর পর আর নতুন করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে কাউকে নিয়োগ করেননি রাজ্যপাল।

অন্য দিকে, যাদবপুরকাণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে র‍্যাগিং সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অমান্য করার কারণ দর্শাতে বলেছে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনও। বিশ্ববিদ্যালয়কে শো-কজ করা হয়েছে। সোমবার বিবৃতি জারি করে কমিশন। তাতে অভিযোগ করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট র‍্যাগিং সংক্রান্ত যে নির্দেশ

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

দেশভাগের কারণে

নিহতদের স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশভাগের সময় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণ করেছেন। দেশ আজ "বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস" পালন করছে। শ্রী মোদী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। যাঁরা বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদের সংগ্রামের কথা স্মরণ করেছেন। একটি ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন;

"বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস সেইসব ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার দিন, দেশভাগের ফলে যাঁদের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। এই সঙ্গেই এই দিনটি সেইসব মানুষের কষ্ট ও সংগ্রামের কথাও মনে করায়, যাঁদের বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছে। এই সকল মানুষের প্রতি আমার শত শত প্রণাম।"

২০২৩-এর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে

৯৫৪ জনকে পুলিশ পদক প্রদান করা হয়েছে

নতুন দিল্লি, ১৪ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : ২০২৩-এর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৯৫৪ জনকে পুলিশ পদক দেওয়া হয়েছে। সাহসিকতার জন্য রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পেয়েছেন সিআরপিএফ-এ কর্মরত এক পুলিশ আধিকারিক। সাহসিকতার জন্য পুলিশ পদক দেওয়া হয়েছে ২২৯ জনকে। বিশেষ সেবার কারণে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পেয়েছেন ৮২ জন। প্রশংসনীয় কাজের জন্য পুলিশ পদক পেয়েছেন ৬৪২ জন। সাহসিকতার জন্য যে ২২৩ জনকে পদক দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১২৫ জন চরম বামপন্থী অধ্যুষিত অঞ্চলে কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গের ৫ জন এবং আসামের ৮ জনও এই পুরস্কার পেয়েছেন। বিশেষ সেবার কারণে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক পাওয়া ৮২ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পুলিশের একজন আধিকারিক রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের ২০ জন, ত্রিপুরার ৬ জন এবং আসামের ১৩ জন পুলিশ আধিকারিক প্রশংসনীয় কাজের জন্য পুলিশ পদক পেয়েছেন। যাঁরা প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাহসিকতার পরিচয় দেন তাঁদের রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক এবং পুলিশ পদক দেওয়া হয়। এঁরা অপরাধদমন এবং অপরাধীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। পদকপ্রাপকদের তালিকা দেখার জন্য নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন -

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/aug/doc2023814237401.pdf

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/aug/doc2023814237501.pdf

বিশেষ সেবার কারণেও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকপ্রাপকদের নামের তালিকা দেখার জন্য নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন -

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/aug/doc2023814237601.pdf

এছাড়াও কর্তব্যে অবিচল থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য পুলিশ পদক দেওয়া হয়। পদক প্রাপকদের তালিকা দেখার জন্য নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/aug/doc2023814237701.pdf

এবিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নীচের লিঙ্কে ক্লিক করুন -

https://awards.gov.in/

https://www.mha.gov.in/en

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

শুভেন্দুর গড়েই ধাক্কা, ২ জয়ী সদস্য শিবির ছাড়ায়

খেজুরি পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গড়া পঞ্চায়েত সমিতি ফের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে এ যেন উলট পুরাণ। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি বিধানসভার খেজুরি ২ পঞ্চায়েত সমিতি চলে গেল তৃণমূলের দখলে। এই পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির এক জয়ী সদস্য ও এক সদস্যা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করেন।তৃণমূল নেতা তন্ময় ঘোষ জানিয়েছেন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং উন্নয়নের সাথে অংশ নিতে যোগদান করলেন দুই বিজেপি থেকে জয়লাভ করা মেম্বার। তাদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে যোগদান করানো হল।

খেজুরি ২ পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজেপির দখলে এসেছিল। মোট ১৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৯টি। তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল ৬টিতে। ঠিক বোর্ড গঠনের আগেই দেখা গেল উলট পুরাণ। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির ২ সদস্য। বিজেপি থেকে জয়লাভ করা তথা খেজুরিতে ৩ বারের মন্ডল সভাপতি উদয় শঙ্কর মাইতি ও পিপাসা দাস দুজন বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। স্বাভাবিকভাবে তৃণমূলের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ালো ৮ এবং বিজেপিতে থেকে গেল ৭-এ।বিজেপির মন্ডল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের যোগদানকারী উদয় শঙ্কর মাইতি জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতিতে তার জয় হয়েছে তৃণমূলের ভোটে। বিজেপির অন্দরে অনেক রেষারেষি, তাকে বিজেপির বেশ কিছু সুবিধাবাদী নেতা হারানোর চেষ্টা করেছিল। যে গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল জয় লাভ করেছে অথচ সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে তিনি বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হয়ে জয় লাভ করেছেন অর্থাত স্বাভাবিকভাবে তাকে তৃণমূল কংগ্রেস জিতিয়েছে। তাই তিনি তৃণমূলকে সম্মান জানাতে এমন যোগদান করলেন। শুধু তাই নয় তিনি আরো বলেন বিজেপির বিধায়ক শান্তনু প্রামানিক তিনি বিচার জানেন না মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। এলাকাকে সন্ত্রাস কবলিত করে রেখেছেন বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের পর তিনি হুঁশিয়ারি দেন খেজুরি দু'নম্বর ব্লকে আরও যে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি দখল করেছে, সবকটি থেকে বিজেপিকে হটিয়ে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিণত করবেন। একই অভিযোগে সরব হয়েছেন পিপাসা দাস।যোগদান অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ। সভাধিপতি উত্তম বারিক। জেলা সভাপতি তরুণ মাইতি। এদের হাত থেকে দলীয় পতাকা হাতে তুলে নিলেন দুই পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা।

বিজেপি থেকে জয়লাভ করা খেজুরির বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস খেজুরিতে সম্প্রতি বোমা বন্দুকের রাজনীতি করছে। তাদের বেশ কয়েকজন কর্মী নেতাদের আহত করা হয়েছে। সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে খেজুরিতে। আমাদের মন্ডল সভাপতি সহ ২ মেম্বারকে নিশ্চিতভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে বোম বন্ধুক দেখিয়ে অপহরণ করেছে। তাদেরকে ভয় দেখিয়ে জোর করে তৃণমূল কংগ্রেস তুলে নিয়ে গিয়েছে। অপরদিকে জয়ী পিপাসা দাসের পরিবারের লোক অভিযোগ করছেন পিপাশা দাস কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাত অপহরণের অভিযোগ তুলেছেন। তারা থানায় অভিযোগ জানাবেন এমনটাও জানাচ্ছেন।

স্বাধীনতা দিবসের আগে দ্রৌপদীর

বক্তব্যে মাতঙ্গিনী থেকে চন্দ্রযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের রাষ্ট্রপতি পদে তিনি প্রথম জনজাতি সমাজের মহিলা প্রতিনিধি। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এবার দ্রৌপদী মুর্মুর কথায় উঠে এল নারী শক্তি তথা চন্দ্রযানের কথা।দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করে তিনি বলেন, '১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ঔপনিবেশিক শাসনের শিকল ছিন্ন করে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। তাই যাঁদের জন্য আমরা এই দেশে মুক্ত শ্বাস নিতে পারছি, সেই সব বীর শহিদদের আত্মত্যাগকে আমরা যেন প্রত্যেকে স্মরণ করি।'

তিনি আরও বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে গিয়েছে। জি-২০ এর ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে দেশ। আজ বিশ্বে নিজের যোগ্যতায় আসন লাভ করেছে ভারত। আদিবাসীদের আবেদন করছি পরম্পরাকে মেনে নিয়ে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে চলুন।'৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ভারত মাতার জন্য নিজেকে উতসর্গ করে দিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা ও কনকলতা বড়ুয়া।জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন কস্তুরবা গান্ধী।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'আগামীদিনে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় উন্নতি হবে। বিকাশের অনন্তসম্ভবনা ভারতের যুব সমাজের মধ্যে হবে। আজ মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নতুন গবেষণার দিকে এগোচ্ছে। চাঁদের মাটিতে নামবে ভারতের চন্দ্রযান। তার জন্য অপেক্ষা করে আছি আমরা। এটা হল একটা সিঁড়ি। গবেষণার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাব আমরা।'

সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে

ফের সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

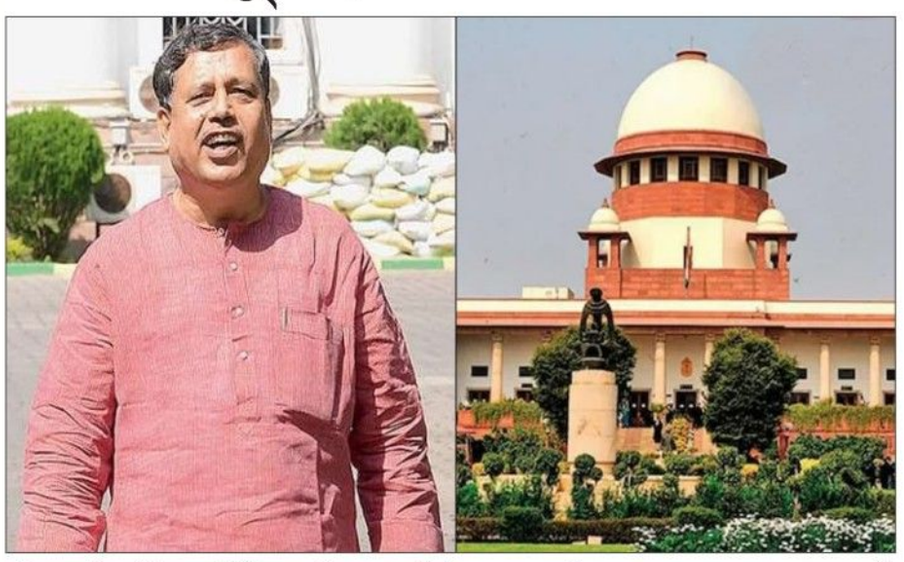

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্ট তাঁর গতিবিধিতে নিয়ন্ত্রন আরোপ করলেও তিনি তা না মেনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভোটের প্রচার করেছেনা। এই অভিযোগে সিপিএম নেতা তথা কঙ্কাল কাণ্ডের 'নায়ক' সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে ফের সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্যের তরফে আইনজীবী শীর্ষ আদালতে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেন।উল্লেখ্য, ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জামিন পান কঙ্কাল কাণ্ড-সহ একাধিক নাশকতামূলক মামলায় যুক্ত থাকা মেদিনীপুরের গড়বেতার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী । ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শীর্ষ আদালত তাঁর উপর থেকে গড়বেতায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। তারপরই নিজের গড়ে ফিরে ফের স্বমহিমায় রাজনীতি শুরু করেন। তাঁকে জেলা সম্পাদকও করা হয়। আর পঞ্চায়েত ভোটেও তাঁকেই প্রচারে নামায় দল। তবে সুপ্রিম কোর্ট জামিনের শর্ত হিসেবে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেয়। কোর্ট তাঁর নিজের এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। গড়বেতায় ঢুকলেও নিজের বাড়িতেই যেতে পারবেন, অন্যত্র না। এভাবেই তাঁর গতিবিধিতে নিয়ন্ত্রণ রেখে শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয়েছিল সুশান্ত ঘোষকে। কিন্তু জামিনের পরে দেখা গিয়েছে, তিনি গড়বেতায় গোটা এলাকায় ঘুরেছেন, এমনকী পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারেও সভা করেছেন। যদিও সেই নির্বাচনে সুশান্ত দলকে জেতাতে পারেননি। তাঁর বুথেই সিপিএম প্রার্থীরা হেরেছেন লজ্জাজনক হিসেবে ।এদিন এই মামলার শুনানির সময় সুশান্ত ঘোষের কোনও আইনজীবী ছিলেন না। বিচারপতি পি নরসিমার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে দু'পক্ষের হলফনামা তলব করা হয়েছে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে। তারপর শুনানি।

তবে এই মামলা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে প্রতিক্রিয়া সুশান্তবাবুর। তিনি জানান, "আমার আইনজীবীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।"

আমি যাদবপুর যেতে চাই না,

ওটা আতঙ্কপুর হয়ে গেছে!' কটাক্ষ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনায় মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেহালায় গোটা ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ওটা আতঙ্কপুর হয়ে গেছে। এই জন্য আমি যাদবপুরে যেতে চাই না।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যাদবপুরে যেভাবে ছেলেটির বাবা মা অনেক স্বপ্ন নিয়ে নামকরণ করেছিলেন। কিনি আরও বলেন, "সবাই খারাপ না। ওখানে কিছু আগমার্কা সিপিএম আছে। তারা মনে করে নতুন ছেলেমেয়েরা গ্রামবাংলা থেকে আসলেই তাদের উপর অত্যাচার চালানো একটা অধিকার। আজও লজ্জা নেই। এখনও সেই দানবিক ভূমিকায় রয়েছে এরা। কেউ সিপিএম, বিজেপি করবেন না। এরা দানবিক শক্তি। মানবিক শক্তি নয়।"যাদবপুরের ছেলেটিকে অত্যাচার করতে করতে, ওঁর বাবার সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলেছি। ওর বাবা বলেছে বিচার চায়। ওর বাবা ফোনে বলেছে ও খুব কাঁদত বলব খুব অত্যাচার হয়েছে। আমি যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আমি এতো দূর।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ওরা আমার ছেলেকে অত্যাচার করে উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি এর বিচার পাই। এরা কারা? এরা মাক্সসবাদী। এখন বিজেপি, কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘর করছে। তৃণমূল ওদের এক নম্বর শত্রু। ওদের লজ্জা, আবেগ, বিবেক বলে কিছু নেই।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "ছেলেটি একটি মাদুলি পড়েছিল। ওটাও খোলানো হয়েছে। মানে ওদের জমিদারি। ওখানে পুলিশ ঢুকতে দেয় না। সিসিটিভি লাগাতে দেয় না। র‍্যাগিং করে ছেলেমেয়েদের উপরে। একটা আতঙ্কপুর হয়ে গেছে। আমি এতে মর্মাহত, দুঃখিত। আমি যাদবপুরে যেতে চাই না। কারণ, পড়াশুনা ভাল হতে পারে। শুধু পড়াশুনায় ভাল হলে মানুষ মানুষ হয় না। যদি বিবেক না থাকে।"

১-ম পাতার পর

মোদী বাংলার কর্মীদের বলেছিলেন দ্বারভাঙায় এইমস তৈরি হয়ে গেছে, অথচ সেখানে ধূ ধূ প্রান্তর!

প্রধানমন্ত্রী!

এইমস হল অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস। আগে শুধু দিল্লিতেই এই হাসপাতাল ছিল। পরে বাজপেয়ী জমানায় সুষমা স্বরাজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গোটা দেশে আরও এইমস গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে এইমস গড়ে তোলার নেপথ্য কারিগর ছিলেন কংগ্রেসের প্রয়াত নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। মনমোহন সরকারের থেকে তা রায়গঞ্জের জন্য আদায় করে এনেছিলেন প্রিয়বাবু। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার রায়গঞ্জে জমি দিতে রাজি হয়নি। রাজ্য সরকার কল্যাণীতে জমি দিতে রাজি হওয়ায় শেষমেশ সেখানেই এইমস তৈরি হয়েছে।

বিহারের দ্বারভাঙায় এইমস গড়ে তোলার কথা মোদী জমানাতেই ঘোষণা করা হয়। শনিবার প্রধানমন্ত্রী যে দাবি করেছেন তা নিয়ে তেজস্বী যাদব বলেন, বিহার সরকার ১৫১ কোটি টাকা মূল্যের জমি এইমসের জন্য বিনামূল্যে দান করেছে। সেই সঙ্গে জমিতে মাটি ফেলে উঁচু করার জন্য আরও ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কিন্তু স্রেফ রাজনীতি করে তার পর কোনও কাজ এগোচ্ছে না।

১-ম পাতার পর

যাদবপুরকাণ্ডে রাজ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নোটিস পাঠাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

দেয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অমান্য করা হয়েছে। র‍্যাগিং নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নির্দেশিকাও মানা হয়নি। কিন্তু তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মানবাধিকার কমিশনের পর্যবেক্ষণ, সংবাদমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্যে উঠে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাজ এবং দায়িত্বে অবহেলার কথা। যেখানে এক জন তরুণ ছাত্রের র‍্যাগিংয়ের আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে। নোটিসে লেখা হয়েছে, সংবাদমাধ্যমের এই সমস্ত খবর যদি সত্যি হয়, তাতে পরিষ্কার যে ছাত্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে।

যাদবপুরকাণ্ডে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সেই রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র নির্দেশ অনুযায়ী র‍্যাগিং প্রতিরোধে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করতে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক ব্যর্থতার কারণ এবং র‍্যাগিংয়ে প্ররোচনাকারী, জড়িত-সহ অপরাধীদের শাস্তির জন্য নেওয়া বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপের কথাও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। রাজ্য জুড়ে ছাত্র সম্প্রদায় এবং শিক্ষক সমিতিগুলির মধ্যে র‍্যাগিং সম্পর্কে সচেতনতা মূলক প্রচার করার জন্য রাজ্য সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তারও উল্লেখ থাকতে হবে ওই রিপোর্টে। গৃহীত ব্যবস্থাগুলিও থাকতে হবে। এই নোটিসে কমিশন উল্লেখ করেছে, কেরল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম প্রিন্সিপাল কলেজের কাউন্সিলরে (২০০৯ সাল) একটি মামলার কথা। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলে প্রতিষ্ঠানের প্রধান অথবা প্রশাসনের সদস্যদের কার্যকরী পদক্ষেপ না করার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কারও বিরুদ্ধে নথিভুক্ত ফৌজদারি মামলার অবস্থা সম্পর্কে জানতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও নোটিস জারি করা হয়েছে।

অন্য দিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত রাঘবন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির বিষয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকেও একটি নোটিস দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, ঘটনার চার দিন পর সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যান রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু। তাঁর বক্তব্য, সব সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অনুমোদনের ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকে না। এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

১-ম পাতার পর

লুকিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের নয়', কন্যাশ্রীর দশম বর্ষ উদযাপনে তোপ মমতার

দেগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি যখন সিঙ্গুর আন্দোলন করেছিলাম তখন ২৬ দিন অনশনে বসেছিলাম। চিকিতসকরা বলেছিলেন, উঠে যেতে। না হলে পরিস্থিতি খারাপ হবে। আমারও মনে হয়েছিল যে আর বাঁচব না। কিন্তু কৃষকদের কথা ভেবে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। ওই অভ্যাস আমাদের নয়। যেভাবে এখন হয়। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট উপলক্ষ্যে দুটি অনুষ্ঠান আছে। আমি সেখানে যাব।' ছাত্রীদের দুটি কবিতা পাঠ করে শোনান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তবে এখান থেকে নাম না করে বিজেপিকে তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও এটা আগের কোনও সমালোচনার জবাব বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

এদিন তিনি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা নির্দেশ দেন। বাংলার মনীষী থেকে সংস্কৃতি জানতে তিনি অনুরোধ করেন। গোটা দেশকে জানতে হলে রাজ্য সরকারের নানা তৈরি বিষয়গুলিকে জানতে হবে বলেছেন তিনি। এদিন কন্যাশ্রী দিবস অনুষ্ঠানে বাংলার কন্যাদের বিশ্বসেরা বলে অভিনন্দন দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর বলেন, 'আমি অনুরোধ করছি, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে যে, আপনারা ছাত্রছাত্রীদের আলিপুর মিউজিয়ামে নিয়ে যান। ওখানে আমরা সুন্দর মিউজিয়াম গড়ে তুলেছি। যাতে গোটা দেশ এবং দেশের মনীষীদের জানতে পারে তারা। এই দেশ যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের তো জানতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্য আগে কিছু হয়নি। তাই এখানের সেতু এবং অডিটোরিয়াম তাঁর ও তাঁর গানের নামে করেছি।'এদিকে এরপরই মুখ্যমন্ত্রী সুর সপ্তমে তোলেন। বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সরাসরি না মন্তব্য করলেও বাংলা যে শীর্ষে থাকবে সে কথা বলতে ভোলেননি। কারও হুমকিতে বাংলা যে দমবে না সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'আজ মেয়েদের জীবন অনেক সুরক্ষিত। বাংলার সংস্কৃতি, মেধা এগিয়ে চলুক। কেউ যেন চমকাতে না পারে। ধমকাতে না পারে। আমরা চমক দেখাবো। বাংলার মেয়েরা বিশ্বসেরা। এরাই একদিন বাংলাকে উচ্চতম স্থানে নিয়ে যাবেন। বাংলাকে যেন কেউ থামাতে না পারে। বাংলা থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তাই বাংলাকে ধমকানি, চমকানি নয়।'

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ক্যুইজ

যা ১৭টি ভাষায় ১০ লক্ষ বারের বেশি খেলা হয়েছে সেই জিজ্ঞাসার বিজেতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জিজ্ঞাসার বিজেতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবোধ, সংস্কৃতির বিবর্তন, মূল্যবান অতীত এবং গৌরবোজ্জ্বল মানব সংগমের বিষয়ে ১৭টি ভাষায় ১০ লক্ষ বারের বেশি অনুষ্ঠিত এই ক্যুইজ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী-র একটি ট্যুইট ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করেছেন;

"অভিনন্দন জিজ্ঞাসার সকল বিজেতাকে। আমাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বিষয়ে যুব সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এটি একটি বিশাল প্রয়াস। এই ক্যুইজের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তায় আনন্দিত।"

ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতিপর্ব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রায় ১,৮০০ মানুষের উপস্থিতিতে আগামী ১৫ আগস্ট, মঙ্গলবার, দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লা থেকে ভারতের ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। আমন্ত্রিত অতিথিরা ঐ অনুষ্ঠান সেখানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন। শ্রী মোদী প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর ঐতিহাসিক লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথাগত ভাষণ দেবেন। এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের উল্লেখযোগ্য দিকটি হল, উদযাপনের এই উদ্যোগ-আয়োজন স্বাধীনতার 'অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ২০২১-এর ১২ মার্চ গুজরাটের আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম থেকে এই অমৃত মহোৎসবের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। মঙ্গলবার তাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকালে দেশবাসী আরও একবার শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গঠনের স্বপ্নকে সফল করার বিশেষ 'অমৃত' সময়কালটির অভিজ্ঞতার শরিক হবেন। দেশে ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য এ বছর বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বছরের অনুষ্ঠানগুলিতে আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি। আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি রূপে যে ১,৮০০ মানুষ সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন তাঁদের পত্নীরাও। জন-অংশীদারিত্বের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুসরণ করে এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশেষ অতিথিদের মধ্যে থাকছেন দেশের ৬৬০টিরও বেশি গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান, কৃষি উৎপাদক সংস্থা ও সংগঠনের ২৫০ জন কৃষক প্রতিনিধি এবং 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি কর্মসূচি' তথা 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা'র ৫০ জন অংশগ্রহণকারী। নতুন সংসদ ভবন সহ কেন্দ্রীয় বড় বড় প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত ৫০ জন শ্রমজীবীও উপস্থিত থাকবেন আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি রূপে। উপস্থিত থাকবেন, ৫০ জন করে খাদি কর্মী এবং সীমান্ত সড়ক নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক-কর্মীরাও। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'অমৃত সরোবর' এবং 'হর ঘর জল যোজনা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ৫০ জন শিক্ষক ও সেবাকর্মী এবং মৎস্যজীবীদের ৫০ জন করে প্রতিনিধিও আমন্ত্রিত অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন এদিনের অনুষ্ঠানগুলিতে। বিশেষ অতিথিদের কয়েকজন আবার জাতীয় যুদ্ধ স্মারক পরিদর্শনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হবেন।

লালকেল্লার ঐ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৭৫ জন করে দম্পতিকে তাঁদের প্রথাগত তথা ঐতিহ্যমণ্ডিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাতীয় যুদ্ধ স্মারক, ইন্ডিয়া গেট, বিজয় চক, নয়াদিল্লি রেল স্টেশন, প্রগতি ময়দান, রাজঘাট, জামা মসজিদ মেট্রো স্টেশন, রাজীব চক মেট্রো স্টেশন, দিল্লি গেট মেট্রো স্টেশন, আইটিও মেট্রো গেট, নওবতখানা এবং শীষগঞ্জ গুরুদ্বার সহ ১২টি বিভিন্ন স্থানে সেলফি পয়েন্টেরও ব্যবস্থা থাকছে। এই সেলফি পয়েন্টগুলি সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচির আদলে স্থাপন করা হয়েছে।

এই উদ্যোগ ও কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে বিশ্বের আশা-আকাঙ্ক্ষা, যোগ ও প্রতিষেধক, উজ্জ্বলা যোজনা, মহাকাশ শক্তি, ডিজিটাল ভারত, দক্ষ ভারত, স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত, সশক্ত ভারত, নতুন ভারত, ভারতের ক্ষমতায়ন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং জল জীবন মিশনের মতো সরকারি কর্মসূচিগুলি।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক গুএড়া পোর্টালটিতে একটি অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছে। এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ১৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। যে ১২টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সেলফি পয়েন্টগুলি স্থাপিত হয়েছে, তার একটি অথবা অনেকগুলিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সেলফি তোলার সুযোগ পাবেন। পরে সেগুলি গুএড়া পোর্টালটিতে আপলোডের মাধ্যমে এই সেলফি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করবেন। স্থাপিত প্রতিটি সেলফি কেন্দ্র থেকে একজন করে মোট ১২ জন প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করে তাঁদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অতিথিবর্গকে 'aamantran' পোর্টাল (www.aamantran.mod.gov.in)-এর মাধ্যমে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর লালকেল্লায় আগমনের মুহূর্তে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট এবং প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী গিরিধর আরামেন। এরপর, প্রতিরক্ষা সচিব দিল্লি অঞ্চলের জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং (জিওসি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠকে পরিচয় করিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এরপর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাট প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যাবেন অভিবাদন গ্রহণ মঞ্চে। সেখানে ভারতের তিন বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানানো হবে। প্রধানমন্ত্রী এরপর পরিদর্শন করবেন গার্ড অফ অনার।

প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার জানানোর জন্য যে টিম গঠন করা হয়েছে তাতে থাকবেন দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও দিল্লি পুলিশের একজন করে অফিসার এবং ২৫ জন করে সেনা-কর্মী। অন্যদিকে, ভারতীয় নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে একজন আধিকারিক ও ২৪ জন সেনা-কর্মী থাকবেন ঐ বিশেষ টিমটিতে। প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানানোর সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সমগ্র গার্ড অফ অনার অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মেজর বিকাশ সাঙ্গোয়ান। ভারতীয় সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে আবার পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন যথাক্রমে মেজর ইন্দ্রজিৎ সচিন, এম ভি রাহুল রমন এবং স্কোয়াড্রন লিডার আকাশ গঙ্ঘাস। অন্যদিকে, অভিবাদনে অংশগ্রহণকারী দিল্লি পুলিশ বাহিনীর নেতৃত্ব তথা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন অ্যাডিশনাল ডিসিপি সন্ধ্যা স্বামী।

গার্ড অফ অনার পরিদর্শনের পর প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাকারের দিকে এগিয়ে যাবেন। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় ভাট, প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান, ভারতীয় স্থলসেনা প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে, নৌ-সেনা প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরি। প্রধানমন্ত্রীকে লালকেল্লার প্রাকারের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন দিল্লি অঞ্চলের জিওসি। এরপর লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পতাকা উত্তোলনের পর ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাটিকে রাষ্ট্রীয় অভিবাদন তথা সম্মান প্রদর্শন করা হবে। জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একজন জেসিও এবং ২০ জন অন্যান্য পদমর্যাদার সেনাকর্মী ব্যান্ডের মাধ্যমে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। জাতীয় পতাকাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান জানানোর সময় সমগ্র ব্যান্ডটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন নায়েব সুবেদার যতিন্দর সিং। জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে প্রধানমন্ত্রীকে সহায়তা করবেন মেজর নিকিতা নায়ার এবং মেজর জেসমিন কাউর। সে সময় ২১টি গান স্যালুটও দেওয়া হবে। এটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিকাশ কুমার এবং গান পজিশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন নায়েব সুবেদার (এআইজি) অনুপ সিং।

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে পতাকাকে সম্মান ও অভিবাদন প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী এবং দিল্লি পুলিশের পাঁচজন আধিকারিক এবং ১২৮ জন অন্যান্য পদমর্যাদার কর্মী অংশগ্রহণ করবেন। তিন বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন মেজর অভিনব ডেথা।

জাতীয় পতাকাকে সম্মান ও অভিবাদন প্রদর্শনকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেবেন মেজর মুকেশ কুমার সিং। আবার, নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার হরপ্রীত মান এবং বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে স্কোয়াড্রন লিডার শ্রেয় চৌধুরি। অ্যাডিশনাল ডিসিপি শশাঙ্ক জয়সওয়াল পরিচালনা করবেন এই পর্বে অংশগ্রহণকারী দিল্লি পুলিশের প্রতিনিধিদের। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরপরই অনুষ্ঠানস্থলে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে। এজন্য বাহিনীর দুটি উন্নতমানের লাইট হেলিকপ্টার মার্ক-ওওও 'ধ্রুব'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই হেলিকপ্টারগুলিতে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করবেন উইং কম্যান্ডার অম্বর আগরওয়াল এবং স্কোয়াড্রন লিডার হিমাংশু শর্মা। পুষ্পবৃষ্টির পর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ভাষণ শেষ হলে জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (এনসিসি)-র পক্ষ থেকে জাতীয় সঙ্গীত উপস্থাপনা করা হবে। দেশের বিভিন্ন স্কুলের ১,১০০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গঠিত এনসিসি প্রতিনিধিদল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনকালে অংশগ্রহণ করবেন। জাতীয় মর্যাদার এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে জ্ঞান পথ-এ তাঁদের বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সেখানে এনসিসি প্রতিনিধিরা তাঁদের ইউনিফর্মে সজ্জিত থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। লালকেল্লায় ফুল দিয়ে তৈরি একটি জি-২০-র লোগো সমগ্র অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২৫ সংখ্যা ১৫ আগস্ট, ২০২৩ মঙ্গলবার ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কাল লালকেল্লায় মোদির ভাষণে কি উত্তর-পূর্বে গুরুত্ব, নজর দেশবাসীর

২৪এর লোকসভা নির্বাচনের আগে আগামীকাল মঙ্গলবার এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের শেষ ভাষণ দেবেন নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী পদে আসিন হওয়ার পর থেকে লালকেল্লার প্রতিটি ভাষণেই মোদি নিত্য-নতুন সরকারি প্রকল্প বা নীতির কথা ঘোষণা করেছিলেন।লালকেল্লার প্রাচীর থেকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যে পূরণ হয়েছে বোঝাবেন মোদি। ব্রিটিশ আমলের দাসত্বের চিহ্ন মুছে ফেলতে ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তি স্থাপন থেকে বাদল অধিবেশনের শেষদিনে সংসদে আইপিসি, সিআরপিসি-র পরিবর্তে নতুন তিনটি আইনের বিল পেশও মোদির ভাষণে থাকতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণির উপর যে তাঁর সরকার সমানভাবে নজর দিচ্ছে এবং তাদের উন্নতিকল্পে মোদি সরকার বদ্ধপরিকর -এই বার্তা তুলে ধরার উপরেও জোর দেবেন তিনি। সেই মতোই এবারের লালকেল্লার প্রধান সমারোহ অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধি হিসেবে ১৮০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাতে গ্রামপ্রধান থেকে শুরু করে শিক্ষক, নার্স, কৃষক, জেলে, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্টে কাজ করেছেন এমন শ্রমিক, খাদিতে কাজ করছেন শ্রমিক, জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক, কিসান সম্মান নিধি পান এমন দুই ব্যক্তিসহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কর্মরত কর্মীরাও রয়েছেন।এবারও তেমনই নতুন ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি লোকসভা ভোটের আগে মানুষের মনে মোদি সরকারকে নিয়ে আবেগ তৈরি করতে তিনি জাতীয়তাবাদকেই নিজের ভাষণে সবথেকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরবেন বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। যার সূচনা তিনি ১১ আগস্টেই করেছেন। দেশজুড়ে তেরঙ্গা যাত্রার ঘোষণা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টের প্রোফাইলে নিজের ছবির বদলে তেরঙ্গা রেখেছেন।সদ্যসমাপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশনে মণিপুরের হিংসা নিয়ে মোদি সরকারকে প্রশ্নের মুখ ফেলে দিয়েছিল বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া'জোট। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর জবাবি ভাষণে মোদি দু'ঘন্টার উপর বক্তব্য রাখলেও, মণিপুর নিয়ে খুব বেশি শব্দ খরচ করেননি তিনি। সে নিয়েও তাঁকে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। সেই ক্ষত ঢাকতে ভাষণে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির গুরুত্ব ও উন্নয়নে তাঁর সরকারের উদ্যোগ নিয়ে বেশ খানিকটা সময় তিনি নিশ্চিতভাবেই ব্যয় করবেন। এদিকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। লালকেল্লা ও তার আশপাশের এলাকা প্রতিবারের মতোই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

কেন্দ্রে জোট সরকার;

২০২৪-এ মহিলা প্রধানমন্ত্রী পাবে দেশ, চাঞ্চল্যকর ভবিষ্যদ্বাণী কর্ণাটকের জ্যোতিষীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছরই দেশে লোকসভা নির্বাচন। মোদী সরকারকে ধাক্কা দিতে বিরোধীরা তৈরি করে ফেলেছে 'ইন্ডিয়া' জোট। মুখে যাই বলুক বিরোধীদের এই জোটকে একেবারেই খাটো করে দেখছে না গেরুয়া শিবির। বিরোধীদের বক্তব্য, আর যাই হোক আর নয় মোদী। এরকমই এক পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর ভবিষদ্বাণী করলেন কর্ণাটকের এক জ্যোতিষী। অতীতেও একাধিকবার মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী জোট তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। কখনও সেটা কংগ্রেসের তরফে, কখনওবা তা অন্য দলের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার সেই উদ্যোগ নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীতীশ কুমাররা। এখন লোকসভা নির্বাচানের পর দেশ যদি জোট সরকার গঠন হয় এবং কোনও মহিলা নেত্রী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন তাহলে তিনি কে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনিয়া গান্ধী নাকি অন্য কেউ? ড. যশবন্ত বলেন, এব্যাপারে তিনি বলবেন ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির পর। কারণ সবকিছু নির্ভর করবে নক্ষত্রের অবস্থানের উপরে।

ড. যশবন্তের ওই ভবিষ্যদ্বাণীতে উতসাহিত রাজ্য কংগ্রেস। তারা ওই জ্যোতিষীর ওই কথা সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে। বিধানসভা নির্বাচনে কর্ণাটকে যে এবার কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসছে তা বলেছিলেন ওই জ্যোতিষী। ড. যশবন্ত ওরফে গুরুজি নামে ওই জ্যোতিষীর দাবি, এবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মহিলা।

কর্ণাটকের তিপ্তুর তালুকের নোনাভিনাকেরের শনি মন্দিরের পূজারি ড. যশবন্তের দাবি, এবার লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাবে না। এর ফলে কেন্দ্রে একটি জোট সরকার গঠিত হবে। আর সেই মিলিজুলি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মহিলা। যশবন্ত আরও জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিবরাত্রির পরে দেশের নেতৃত্বে বদল হবে। কারণ বদল যাবে বেশকিছু নক্ষত্রের অবস্থান। তার আগে যদি লোকসভা নির্বাচন হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন নরেন্দ্র মোদী-ই।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

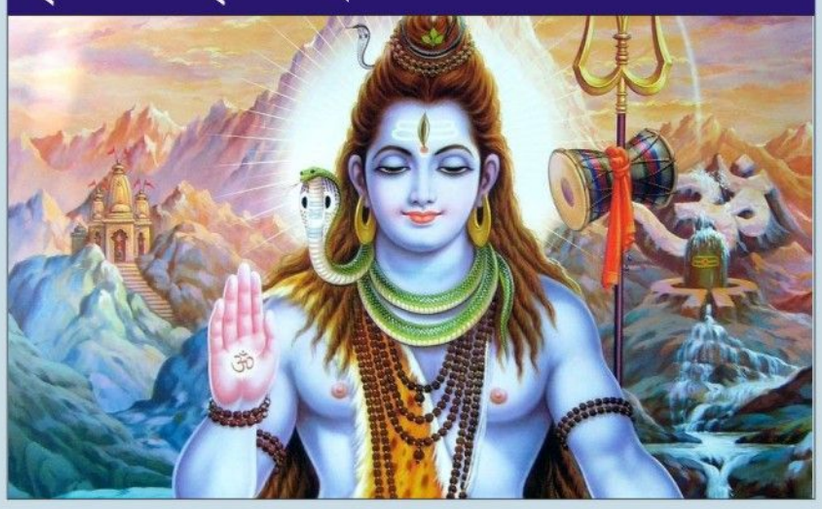

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত। তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

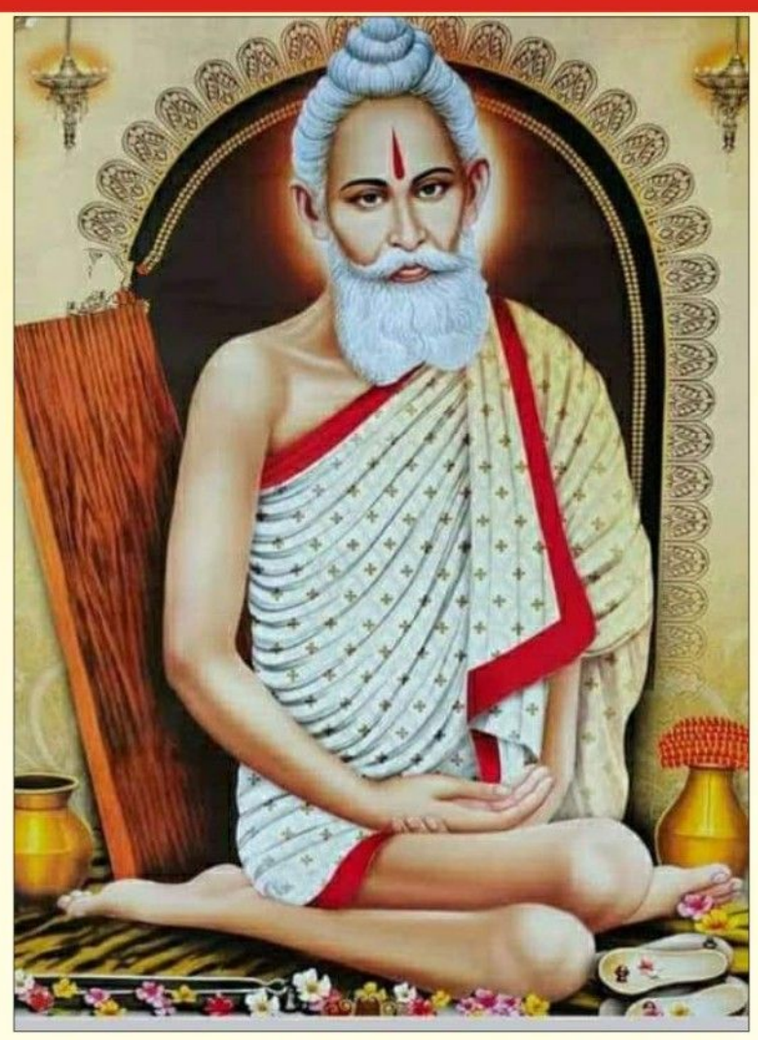

"মা" ডাকতেন বলে; পরবর্তীতে তিনি 'গোয়ালিনী মা' নামে পরিচিতি লাভ করেন। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লোকনাথ বাবার আশ্রমেই কাটান।ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম তারাকান্ত গাঙ্গুলী। আইন পেশায় ও শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন নামকরণ করেন-ব্রহ্মানন্দ ভারতী। তাঁর হাতেই প্রথম রচিত হয়-লোকনাথের জীবন কাহিনী ও দর্শন। পরবর্তীতে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে এক বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যের লিখিত " সদগুরু সঙ্গ" প্রামান্য সাধনগ্রন্থ রূপে সমাদৃত হয়। বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন মথুরা মোহন চক্রবর্তী। "শক্তি ঔষধালয়" -এর প্রতিষ্টাতা। প্রথম জীবনে ঢাকার রোয়াইল গ্রামে; হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে করতে আয়ুর্বেদ ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন। ঢাকার দয়াগঞ্জে স্বামীবাগ-এ " শক্তি ঔষধালয়ের" ভিতরে; প্রথম লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির নির্মাণ করেন।ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতন আরেক ঢাকার জজকোর্টের উকিল হরিহরণ চক্রবর্তীও; বাবার দর্শন করতে এসে বারদী থেকে যান। হরিহরণের গুরুভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে; বাবা লোকনাথ নিজের ব্যবহৃত পাদুকা দান করেন। তিনি কাশীতে বাবা লোকনাথের নামে মন্দির প্রতিষ্টা করেন।সোনারগাঁর গোবিন্দপুর নিবাসী অখিলচন্দ্র সেন; উচ্ছৃখল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এক জমিদার পুত্র। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ কেন নিঃস্ব এক শ্মশানে থাকা মানুষের কাছে আসেন, তা জানার জন্য তিনি দেখতে আসেন। দূর থেকে দাড়িয়ে প্রায় মাঝে মাঝে এসে দেখে যান।একদিন বাবার কাছাকাছি এসে নিজের অশান্তির কথা জানান। নিজের কারনে যেসব মানুষকে কষ্ট দিয়েছে,তাদের সে কষ্টের মোচন করার উপদেশ দেন লোকনাথ বাবা। অখিলচন্দ্র বাড়ি ফিরে গিয়ে,সব সম্পত্তি গ্রামের দুঃখী মানুষের নামে দান করে দেন; এবং নিঃস্ব এক কাপড়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। বাবার আশীর্বাদে ও সাধনায় তিনি, "সুরথনাথ ব্রহ্মচারী" নামে খ্যাতি লাভ করেন।

বারদী নিবাসী কবিরাজ রামরতন চক্রবর্তীর ছেলে জানকীনাথ। যৌবনে দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন । পিতা সন্তানকে আর বাঁচানোর আশা না দেখে, বাবা লোকনাথের আশ্রমে ছেলেকে দান করে যান। বাবা জানকীনাথকে বারদী আশ্রমের দেখাশুনার দায়িত্বঢ় প্রদান করেন। গুরুকৃপায় জানকীনাথ ব্রহ্মচারী এক উচ্চ সাধক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বাবার নয়নের মনি ছিলেন তিনি, অসম্ভব স্নেহ করতেন জানকীনাথকে। বাবা লোকনাথের সমাধির পাশেই সমাধিস্থ হন জানকীনাথ ব্রহ্মচারী।এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই শোনা যায়- " আমি যখন আমার সৃষ্টিকর্তার কথা চিন্তা করি, যখন তার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার মনে এক অন্যরকম শান্তি অনুভূত হয়। জীবনে চলার পথে প্রতিটা মুহূর্তে তাকে স্মরণ করলে একটা শক্তির অনুভূতি হয়, এই মানসিক শান্তি আমি অন্য কোনোভাবেই অনুভব করি না। এর পরও কি তুমি বলবে ঈশ্বর নেই?" এই ধরণের আধ্যাত্মিক বা মরমী অভিজ্ঞতাকে অবশ্য কোনো ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অনুভূতি পরিমাপ করার মত কোনো পদ্ধতিও মনে হয় আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই এই ধরণের অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাউকে অন্য কোনোভাবে প্রদান করা সম্ভব কিনা তাও বলা যায় না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় নিউরোসাইকোলজির মাধ্যমে। এই রকম চিন্তা মাথায় আসে মস্তিস্কের কজাল অপারেটরের (causal operator) মাধ্যমে। এই কজাল অপারেটর যখন বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করতে যায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষের মন পরিবেশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অবাস্তব ধারণাকে নিয়ে আসে। এগুলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আসতে পারে, (যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং আরও অনেক ধরণের কল্পনা) তেমনি একটি সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে পারে। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকা নিয়ে সচেতন থাকবে হয়ত ততদিন তারা তাদের চারপাশের সকল বস্তুকে নিয়ে আনমনেই এই ধরণের অবাস্তব ধারণা তৈরি করতে থাকবে এবং এইভাবেই তারা দৈত্য, দানব, ভুত-প্রেত, দেবদূত, ফেরেশতা, ঈশ্বরসহ আরও অনেক অতিপ্রাকৃতিক সত্তার জন্ম দিতে থাকবে। এই ধরণের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দাবি আস্তিকদের কাছে অকাট্য ও অখণ্ডনীয় বলে মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এগুলো অগ্রহণযোগ্য । যেমন, ঈশ্বরকে অনেকে বর্ণনা করেন এভাবে, "…the dazzling obscurity of the secret silence, outshining all brilliance with the intensity of their darkness". এখন এই ধরণের বিবরনকে কিভাবে যাচাই করবেন। আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত এই ধরণের দাবি কখনোই বাস্তবমুখী হতে পারে না। এধরণের উক্তির অসংলগ্নতা মাপারও কোন গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা নাই। তাই এই ধরণের সাইকোলজিকাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করাটা মোটেও অযৌক্তিক হয় না। তাই ঈশ্বর দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তার শক্তির সমকক্ষ এই দুনিয়ায় দ্বিতীয় কেউ নেই বা হতে পারে না। অনেক যোগী, ঈশ্বরের কিছু কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জন করতে পারেন সাধনার মধ্য দিয়ে। এবং তার জন্যে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে সাধনায় ব্রতী হতে হয়। এবং তার পরে পাওয়া যায় সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধির জন্য গুপ্ত ঈশ্বর মন্ত্র কেবলমাত্র একজন সিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাই দিতে পারেন।ঈশ্বরের শক্তি যখন কোন সাধককে দেওয়া হয় তার একটা তাৎপর্য থাকে। কেউ এমনই এমনই শক্তি লাভ করে না। এবং ঐ গুরু মন্ত্রই হলো সিদ্ধির চাবিকাঠি। এবং এই গুরু মন্ত্র সাধারণত যিনি প্রদান করেন, তিনি শুধু ঐ মন্ত্র দেওয়ার জন্যই সারা জীবন অপেক্ষা করে থাকেন। এবং সময় এলে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে মন্ত্র বলে দেন এবং নির্দেশ দেন কাকে এই মন্ত্র দিতে হবে এবং কোথায় সেই নব্য সাধক সাধনায় লিপ্ত।চারটি অনুঘটকের কারনে হয় মানব জন্ম। যা হল কর্ম, জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভক্তি। আর সাধকের জন্ম হয় কর্মের পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ও সাধের কারণে। যখন এই অনুঘটক গুলো পূর্নতা লাভ করে তখন মেলে সিদ্ধি। আর, একটা সিদ্ধি কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সিদ্ধির ব্যাপারটা অনেকটা উর্ধমুখী সিঁড়ির মতো। এক একটা পরীক্ষা আর তার পর নতুন সিঁড়ির দরজা খোলা হয়। এভাবে চলতে থাকে। আর পরীক্ষার আগে থাকে শিক্ষা এবং চরম বাঁধা। আসে ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তানের দল, তাদের সাথে চলে নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি সংগ্রাম করে আমাদের মধ্যে মানুষরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বাবা লোকনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আত্মলীনা ও অলৌকিক শক্তি উদাহরণ আমরা কিছুটা হলেও তুলে ধরলাম।। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন তার প্রয়াণের কথা। বহু মানুষ আসেন তাঁকে শেষ দর্শন করার জন্য। কথিত আছে একসময় লোকনাথ মহাযোগে বসেন। সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙ্গবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। বাংলা ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করেন।নারায়ণগঞ্জের বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রতি বছর উনিশ জৈষ্ঠ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান উৎসব ও সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে । তার এই মহাকাল প্রয়াণের দিনটিকে ভক্তি শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে স্মরণ করার জন্যই এই উৎসব ও মেলার আয়োজন হয় । এই তিরোধান উৎসবে অংশগ্রহণ করতে প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কাসহ দেশের লক্ষাধিক লোকনাথ ভক্ত বারদী আশ্রমে এসে সমবেত হন । জৈষ্ঠের উনিশ তারিখ আশ্রমের চৌচালা ছাদের উপর থেকে ভক্তদের ছুঁড়ে দেয়া বাতাসা মিষ্টান্ন ও তা কুড়ানোর উচ্ছ্বল আয়োজন হয় যা "হরি লুট" নামে পরিচিত। এছাড়া দিন ব্যাপী চলে গীতা পাঠ, বাল্যভোগ, লোকনাথের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ, রাজভোগ, প্রসাদ বিতরণ ও আরতী কীর্তনসহ ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান।শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের দক্ষিণের উঠানে তাঁর সমাধিস্থলের পশ্চিমে শত বৎসর ধরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল আকৃতির একটি বকুল গাছ । আশ্রমের ভেতরে আছে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিশাল তৈলচিত্র । মূল আশ্রমের পেছনে খোলা উঠান পেরিয়ে বিশাল পাঁচতলা ভবনের যাত্রীনিবাস । পশ্চিমে আরও দুটি বিশালাকার যাত্রীনিবাস । ভক্ত ও দর্শণার্থীরা বিনা পয়সায় এখানে রাত্রিযাপন করেন। সাধক পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায় আশ্রমের পাশে কামনা সাগর ও জিয়স নামে পুকুর খনন করা হয়। এই পুকুরটিতে আশ্রমে আগত ভক্তরা স্নান করেন।বারদীর লোকনাথ আশ্রম এখন শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থ স্থানই নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল ধর্মের, সকল মানুষের কাছে এক মিলন মেলা হিসেবে পরিচিত।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

৫০ বছরের ভালবাসার অমর্যাদা করতে চাই না: রঞ্জিত মল্লিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কলকাতা বাংলা সিনেমার কিংবদন্তী অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক। বয়স এখন আশি ছুঁইছুঁই। এই বয়সে অন্য কেউ সহজেই অবসর জীবন যাপন করেন কিন্তু তিনি অভিনয় জীবনের নতুন সিঁড়িতে পা রাখতে চলেছেন। চলতি সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে তার প্রথম ওয়েব সিরিজ 'ঘোষ বাবুর রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান'।

এখনও নতুন কাজের ক্ষেত্রে গল্প, চিত্রনাট্য এবং পরিচালক এই রকম কয়েকটি বিষয় আগে খতিয়ে দেখেন রঞ্জিত। তবে অশালীন কোনও চরিত্র বা গল্পে তার বিশাল আপত্তি রয়েছে।

এই অভিনেতা কথায়, 'আমরা পারিবারিক ছবিতে অভিনয় করে বড় হয়েছি। বাপ-ব্যাটায় বসে দেখতে পারবে না, এমন কোনও ছবিতে আমি অভিনয় করবই না। কারণ, ৫০ বছরের অভিনয় জীবনে বিভিন্ন বয়সী দর্শকের কাছে এখনও যে ভালবাসা পাচ্ছি, তার অমর্যাদা করতে চান চাই না।'

রঞ্জিত মল্লিকের কাছে এখনও অভিনয়ের প্রস্তাব আসে। সাধারণত তার পরিচিত বৃত্তের মধ্যেই তিনি কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তিনি কি কাজ করবেন তা নিয়ে মেয়ে কোয়েল মল্লিক বা মেয়ে জামাই প্রযোজক নিসপাল সিংহ রানের সঙ্গেও আলোচনা হয়।

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত নতুন কোনও প্রজেক্টে এখনও সম্মতি জানান নি অভিনেতা। তবে রঞ্জিত অভিনীত 'তারকার মৃত্যু' এবং 'লক্ষ্মী দারোগা' ছবি দুটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

অবশেষে বিয়েতে রাজি বিজয়

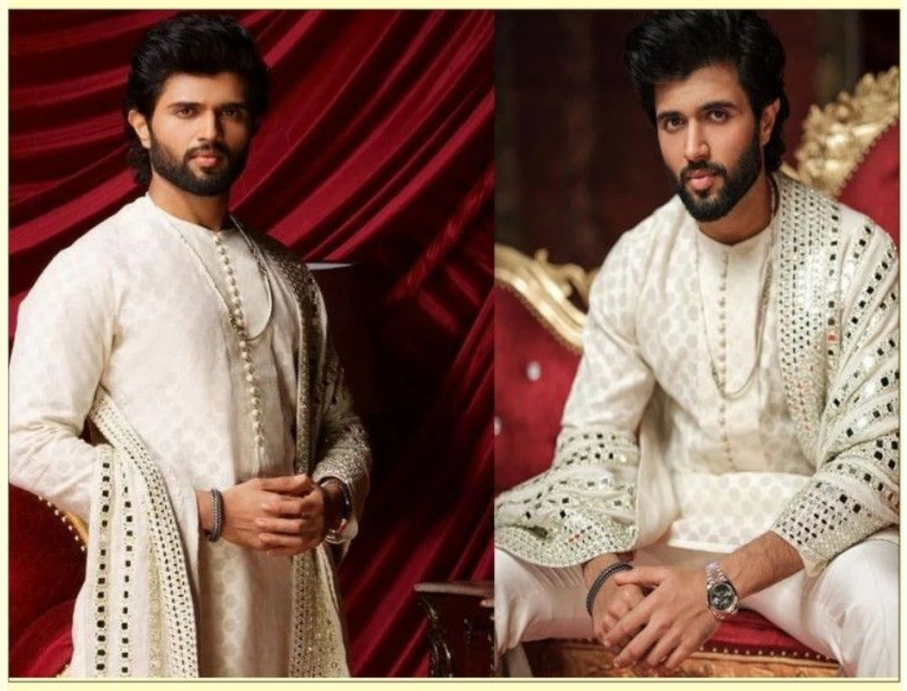

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিজয় দেবেরাকোন্ডা, ভারতের দক্ষিণী বিনোদন জগতের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা। বলিউডে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি ছবিতে অভিনয় করলেও মায়ানগরীতেও তার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। 'অর্জুন রেড্ডি' ছবির মাধ্যমে দর্শকের নজরে পড়েছিলেন অভিনেতা। ওই ছবিই তাকে রাতারাতি তারকা বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই বিজয়ের পেশাগত জীবনের পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও অনুরাগীদের কৌতূহল তুঙ্গে। তিনি কার সঙ্গে প্রেম করছেন, কবে সংসার পাতবেন... এ নিয়ে অনুরাগীদের উৎসাহ কম নয়। এমনকি, বিজয়ের প্রেম জীবন বিষয়ে তথ্য পেতে মুখিয়ে থাকেন তার নারী অনুরাগীরাও। তাদের সবাইকে চমকে দিয়ে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বিজয় ঘোষণা করলেন, বিয়ে করতে এবার প্রস্তুত তিনি। এবার শুধু উপযুক্ত সঙ্গিনীর খোঁজ করছেন।

সম্প্রতি তার অভিনীত 'খুশি' সিনেমার ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে বিজয় জানান, বিয়ে নিয়ে আগের তুলনায় এখন বেশ সাবলীলভাবে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন তিনি। অভিনেতার কথায়, "আগে বিয়ের কথা শুনলেই বিরক্ত হতাম। এখন আর রাগ হয় না। বরং এখন বিয়ে নিয়ে যথেষ্ট খোলামেলাভাবে কথা বলি আমি। আমার বন্ধুদের দেখি। ওদের দেখে মনে মনে প্রার্থনা করি যেন ওদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়। আমার মনে হয়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমি বিয়ে করার জন্য তৈরি হয়ে যাব। খালি একজন উপযুক্ত পাত্রী পেলেই হল।"

বিজয়ের স্বীকারোক্তি শুনে অবাক তার অনুরাগীরা। তবে কি খুব শিগগিরই বিয়ের পিঁড়িতে দেখা যাবে বিজয়কে?

এদিকে, দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি থেকে বলিউড বিজয় ও রাশমিকা মান্দানার প্রেমের গুঞ্জন চলচ্চিত্র জগতের সর্বত্র। জনসমক্ষে কখনও নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ না খুললেও প্রায় 'ওপেন সিক্রেট' তাদের প্রেম। করন জোহরের কফি কাউচ থেকে মালদ্বীপের রিসোর্ট নিজেদের প্রেমের রঙে ভরিয়েছেন চর্চিত যুগল। এমনকি, একাধিকবার একে অপরের পরিবারের সঙ্গেও সময় কাটিয়েছেন বিজয় ও রাশমিকা। অনুরাগীদের অন্যতম প্রিয় জুটি তারা।

'গীত গোবিন্দম' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই বন্ধুত্ব বিজয় ও রাশমিকার। তার পরে 'ডিয়ার কমরেড' ছবির সেটেই নাকি একে অপরের প্রেমে পড়েন তারা। এবার কি তবে প্রেমের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন বিজয় ও রাশমিকা?

আবারো পরিণীতির ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। তবে তার প্রতিভা শুধু অভিনয়েই সীমাবদ্ধ নয়, গানেও দারুণ পারদর্শী তিনি। ২০১৭ সালে 'মেরি পেয়ারি বিন্দু' সিনেমার 'মানা কে হাম ইয়ার নেহি' গানটি গেয়ে মুগ্ধ করেন পরিণীতি। ইউটিউবে গানটির ভিউ ১১৯ মিলিয়ন।

এরপর তার কণ্ঠে দারুণ শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছে 'কেসারি' সিনেমার 'তেরি মিট্টি' গানটি। এটির ভিউ ছাড়িয়েছে ১৩২ মিলিয়ন। এতে বোঝা যায় নায়িকা না হয়ে গায়িকা হলেও সাফল্য পেতেন। অনেক দিন পর আবারো কণ্ঠে গান তুলে নিলেন অভিনেত্রী। গাইলেন লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া কালজয়ী গান 'রাহে না রাহে হাম'।

এটি ১৯৯৬ সালের সিনেমা 'মমতা'য় ব্যবহৃত হয়েছিল। পরিণীতি সেই গানটিকে নিজের মতো করে গেয়ে আপলোড করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কিছু গান শুধুই সুর নয়, সেগুলো অনুভূতি।' ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

সিনেমায় পরিণীতিকে সর্বশেষ দেখা গেছে সুরজ বরজাতিয়া পরিচালিত 'উঁচাই' সিনেমায়। যেখানে তিনি কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খের, বোমান ইরানির মতো বরেণ্য অভিনেতাদের সঙ্গে। সিনেমাটি প্রশংসার পাশাপাশি বক্স অফিসেও সফল হয়েছে।

বর্তমানে তার হাতে রয়েছে ইমতিয়াজ আলির 'চামকিলা', টিনু সুরেশ দেসাইয়ের নির্মাণে 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান রেসকিউ' ইত্যাদি সিনেমার কাজ।

কঙ্গনার কটাক্ষের জবাবে এবার মুখ খুললেন করণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় নির্মাতা-প্রযোজক করণ জোহর। স্বজন-পোষণের অভিযোগে বহুবার সমালোচিত হয়েছেন তিনি। তবে বলিউড অভিনেতা সুশান্ত রাজপুতের মৃত্যুর পর দারুণভাবে সমালোচনার মুখে পড়েন করন জোহর। এসব বিষয় নিয়ে করন জোহরকে 'মুভি মাফিয়া' বলে মন্তব্য করেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত।

এমন মন্তব্যে তার পরিবার কতটা প্রভাবিত হয়েছে সেটা নিয়ে এবার মুখ খুললেন করণ জোহর। সিনেমা সমালোচক সুচারিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে করণ জানান, গত তিন বছরে আমি যে পরিমাণ ঘৃণা কুড়িয়েছি সেটা আমার মাকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছে। আমি ওনাকে রীতিমতো কুঁকড়ে যেতে দেখেছি। টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্র আমাকে নিয়ে সমালোচনা দেখে উনি একদম চুপ হয়ে গেছেন।

মানুষ না জেনেই তার সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করেছেন বলে দাবি করেন করণ। তার কথায়, ওই সময় আমার মায়ের জন্য এবং নিজের জন্য আমাকে শক্ত থাকতে হয়েছে। চারদিকে যা ঘটছিল তাতে নিজেকে নগ্ন মনে হত। এখন আর কী লুকব? কার সঙ্গে লড়ব? লোকজন কিছু না জেনেই অনেককিছু বলেছে আমার সম্পর্কে। তারা জানেই না আমি আদপে কেমন মানুষ। মনে মনে আমাকে নিয়ে একটা ধারণা তৈরি করেছে যে আমি 'মাফিয়া'।

এর আগে কফি উইথ করণের মঞ্চে সঞ্চালক করণকে কটাক্ষ করেছিলেন কঙ্গনা। পরবর্তীতে একাধিক পোস্ট ও সাক্ষাৎকারে করণ জোহরকে 'মুভি মাফিয়া' বলে বিদ্রূপ করেছেন বলিউড কুইন। বিতর্কের মাঝেও বক্স অফিসে করণের ছবি ভাল ব্যবসা করেছে। আলিয়া-রণবীর অভিনীত এই ছবি মাত্র ১০ দিনেই পার করেছে ১০০ কোটির গণ্ডি। আলিয়া, রণবীর ছাড়াও ছবিতে দেখা মিলেছে ধর্মেন্দ্র, জয়া বচ্চন, শাবানা আজমির মতো তারকাদের।

নিকোলাস পুরানকে শাস্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইসিসির আচরণবিধি ভঙ্গ করায় শাস্তির মুখে পড়লেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মারকুটে ব্যাটার নিকোলাস পুরান। ভারতের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ চলাকালীন আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করায় ম্যাচ ফির ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয় পুরানকে। সেই সাথে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও পেয়েছেন তিনি।

এক বিবৃতিতে আইসিসি জানিয়েছে, আচরণবিধির ২.৭ ধারা ভঙ্গ এবং লেভেল ওয়ান অপরাধ করেছেন পুরান।

মাঠের কোনো ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে সমালোচনা করলে এই শাস্তি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ইনিংসের চতুর্থ ওভারে এলবিডাব্লিউর আউট নিয়ে ঘটনাটি ঘটে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের শরণাপন্ন হওয়ায় অনফিল্ড আম্পায়ারদের সমালোচনা করেন পুরান। পুরানের মতে, আউট ছিলেন না সতীর্থ কাইল মায়ার্স। পরে রিভিউতে আউট হন মায়ার্স।

ম্যাচ শেষে পুরানের বিপক্ষে অভিযোগ আনেন দুই অনফিল্ড আম্পায়ার লেসলি রেইফার ও নাইজেল ডুগুইড এবং তৃতীয় আম্পায়ার গ্রেগরি ব্যাথওয়েট ও চতুর্থ আম্পায়ার প্যাট্রিক গুস্টার্ড। ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের কাছে অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন পুরান। ফলে কোনো শুনানির প্রয়োজন পড়েনি।

এমবাপ্পেকে তাড়াতে চাইছে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের অনেক চেষ্টা করেছে পিএসজি। বিশাল অর্থের লোভ দেখিয়ে সফল না হওয়ায় বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকি দিয়েছে, প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি সফর থেকে ছেঁটে ফেলেছে, এমনকি প্রথম একাদশের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য এসব থোড়াই কেয়ার করেছেন এমবাপ্পে। উল্টো তিনি যাদের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করেছেন, সেই দ্বিতীয় একাদশ নিয়ে পিএসজির মূল দলকে হারিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কোচ লুইস এনরিখেকে। তবে এমবাপ্পে অধ্যায়ের ইতি টানতে চাইছে পিএসজি। তাই অনেকটা অপারগ হয়েই গত রোববার এমবাপ্পের জন্য দাম বেঁধে দিয়েছে। ২০০ মিলিয়ন ইউরো হলেই তারকা এ ফরোয়ার্ডকে বিক্রি করে দেবে তারা। জানা গেছে, ১৮০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এমবাপ্পেকে যে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, সেটা পিএসজির কাতারি মালিকরা বেশ ভালোভাবেই বুঝে গেছেন। ফরাসি পত্রিকা 'লেকিপ' জানিয়েছে, এমবাপ্পেকে যে কোনো মূল্যে বিদায় করার পথ খুঁজছেন তারা। এজন্য কিছুটা ছাড় দিতেও প্রস্তুত পিএসজি কর্তারা। তাই ট্রান্সফার ফি প্রায় ৫০ মিলিয়ন ইউরো কমিয়ে দিয়েছেন তারা। দাম কমানোর কারণেই এগিয়ে এসেছে রিয়াল। এর মধ্যে ইএসপিএনের সাংবাদিক রদ্রিগো ফেজ নিশ্চয়তা দিয়েছেন, চলতি গ্রীষ্মকালীন দলবদলেই এমবাপ্পেকে দলে টানার কাজ শেষ করবে রিয়াল। এই সাংবাদিক আত্মবিশ্বাসী যে কয়েক দিনের মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে যাবে রিয়াল ও পিএসজি। এমবাপ্পে চান আরও এক বছর পিএসজিতে থেকে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে ক্লাব ছাড়তে। রিয়ালের প্রস্তাবের কারণে তাঁর এ অবস্থান পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। এমবাপ্পেকে ছাড়া এরই মধ্যে দল গোছানো শুরু করে দিয়েছে পিএসজি। বার্সা থেকে উসমান দেম্বেলে ও বেনফিকা থেকে গঞ্জালো রামোসকে আনছে তারা। আর রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তিও ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজকে জানিয়ে দিয়েছেন, এমবাপ্পেকে তাঁর লাগবে। করিম বেনজেমা সৌদি আরবে পাড়ি জমানোর পর লস ব্লাংকোসদের আক্রমণভাগ অনেকটাই দুর্বল হয়ে গেছে। ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো পুরোপুরি প্রত্যাশা মেটাতে পারছেন না। তাদের সঙ্গে এমবাপ্পে যোগ দিলে রিয়ালের আক্রমণভাগ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে বলেই বিশ্বাস আনচেলত্তির।

বিশ্বকাপের আগে নিউজিল্যান্ড দলে বোল্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পরিবারকে বেশি সময় দিতে ও ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগগুলোতে খেলার সুবিধার্থে গত আগস্টে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান ট্রেন্ট বোল্ট। তবে ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে নিউজিল্যান্ডের ঘোষিত দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি এই ফাস্ট বোলার। আগামী সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফরে যাবে নিউজিল্যান্ড দল। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সর্বশেষ কিউইদের ওয়ানডে দলে দেখা গেছে বোল্টকে। আর তিনি সর্বশেষ খেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক মেজর লিগ ক্রিকেট (এমএলসি) ক্রিকেটে।

বোল্ট ছাড়াও ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা পেসার লকি ফার্গুসনকেও রাখা হয়েছে ওয়ানডে স্কোয়াডে। তবে জুনে অস্ত্রোপচার করানোর পর এখনও পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় জায়গা হয়নি অলরাউন্ডার মিচেল ব্রেসওয়েলের। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া সিরিজের জন্য দলের আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ব্যাটার মার্ক চ্যাপমান এবং জিমি নিশামকে পাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড। দু'জনেই প্রথমবার বাবা হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। আর ওয়ানডে সিরিজের আগেই দেশে ফিরে যাবেন ইশ সোদি। তাকে শুধু ৪ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত পরিসরের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও থাকছেন স্কোয়াডে। তবে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় গত এপ্রিলে অস্ত্রোপচার করানোর পর এখনও সুস্থ হয়ে উঠেননি তিনি। কিন্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দলের সঙ্গে থাকবেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে ১৭ ও ২০ আগস্ট সংযুক্ত আরব আমিরাতে দু'টি টি-টোয়েন্টি খেলবে নিউজিল্যান্ড। এরপর ৩০ আগস্ট ইংলিশদের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে তারা। বাকি তিন ম্যাচ হবে যথাক্রমে- ১, ৩ ও ৫ সেপ্টেম্বর। আর ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। এরপর যথাক্রমে ১০, ১৩ ও ১৫ সেপ্টেম্বর হবে বাকি তিন ম্যাচ।

ইংল্যান্ড সফরের জন্য নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে স্কোয়াড:

টম ল্যাথাম (ক্যাপ্টেন ও উইকেটরক্ষক), ফিন অ্যালেন, ট্রেন্ট বোল্ট, ডেভন কনওয়ে (উইকেটরক্ষক), লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, অ্যাডাম মিলনে, ড্যারিল মিচেল, হেনরি নিকোলস, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, টিম সাউদি, উইল ইয়াং।

ইংল্যান্ড সফরের জন্য নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড:

টিম সাউদি (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটরক্ষক), লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, অ্যাডাম মিলনে, ড্যারিল মিচেল, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস। রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, টিম সেফার্ট (উইকেটরক্ষক), ইশ সোধি।

পাকিস্তানের দলে নেই শান মাসুদ,

২ বছর পর ফিরলেন ফাহিম

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফগানিস্তান সিরিজ ও এশিয়া কাপের দলে ডাক পেয়েছেন পাকিস্তানের পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। গত জানুয়ারিতে ওয়ানডের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়া শান মাসুদ বাদ পড়েছেন দল থেকে।

কিছুদিন আগে দ্বিতীয় মেয়াদে পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক হওয়া ইনজামাম-উল-হকের ঘোষিত প্রথম দল এটি। শ্রীলঙ্কায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডে ও এশিয়া কাপের জন্য লাহোরে বুধবার (০৯ আগস্ট) ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেন তিনি।

টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ পারফরম্যান্সে ওয়ানডে দলে ফিরেছেন সাউদ শাকিল। তবে শুধু আফগান সিরিজের জন্য দলে রাখা হয়েছে তাকে। এশিয়া কাপে দল নেমে আসবে ১৭ জনে। ফিরেছেন ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান তৈয়ব তাহিরও। গত জানুয়ারিতে প্রথমবার এই সংস্করণের দলে ডাক পান তিনি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। তবে কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ সেবার পাননি।

গত মে মাসে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা সবশেষ ওয়ানডে সিরিজের দল থেকে মাসুদের সঙ্গে আরও বাদ পড়েছেন হারিস সোহাইল ও ইহসানউল্লাহ।

সাম্প্রতিক সময়ে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলা ফাহিম সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২১ সালের জুলাইয়ে, ইংল্যান্ড সফরে। পাকিস্তানের হয়ে এখন পর্যন্ত ৩১ ওয়ানডে খেলে ২৩ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ২১৮ রান করেছেন তিনি।

শাকিল পাঁচ ওয়ানডের সবশেষটি খেলেছেন গত বছরের মার্চে, লাহোরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। গত মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করেন তিনি।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে পাকিস্তানের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে আগামী ২২ অগাস্ট, হাম্বানতোতায়। একই মাঠে ২৪ অগাস্ট দ্বিতীয় ম্যাচ এবং কলম্বোয় ২৬ অগাস্ট হবে তৃতীয়টি।

ওয়ানডে সংস্করণের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৩০ অগাস্ট, মুলতানে নেপালের বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে তাদের অন্য প্রতিপক্ষ চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। 'বি' গ্রুপে আছে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। খেলা হবে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায়।

পাকিস্তান ওয়ানডে দল: বাবর আজম (অধিনায়ক), শাদাব খান, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), ফখর জামান, আবদুল্লাহ শফিক, ইমাম-উল-হক, সাউদ শাকিল, সালমান আলি আঘা, ইফতিখার আহমেদ, মোহাম্মদ নাওয়াজ, উসামা মির, হারিস রউফ, নাসিম শাহ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, তাইয়ুব তাহির, মোহাম্মদ হারিস, ফাহিম আশরাফ, মোহাম্মদ ওয়াসিম।

৩৯ বছর বয়সী ইনিয়েস্তার

নতুন ঠিকানা আরব আমিরাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন ছিল সৌদি আরব কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে পা রাখতে পারেন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসির সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে বলেও জোর আলোচনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নতুন ঠিকানা সংযুক্ত আরব আমিরাত। রাস আল খাইমাহ শহরের দল এমিরেটস ক্লাবে যোগ দিলেন স্পেন ও বার্সেলোনার কিংবদন্তি এই ফুটবলার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মঙ্গলবার ইনিয়েস্তাকে স্বাগত জানায় ক্লাবটি। ৩৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারের সঙ্গে চুক্তির বিস্তারিত জানানো হয় বুধবার (০৯ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে। ইউএই প্রো লিগে গত মৌসুমে রানার্স আপ হয়েছিল এই এমিরেটস ক্লাব। জাপানের ক্লাব ভিসেল কোবেতে ৫ বছর কাটিয়ে থেকে সম্প্রতি বিদায় নেন ইনিয়েস্তা। ২০১৮ সালে বার্সেলোনায় বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের ইতি টেনে ভিসেল কোবেতে যোগ দেন তিনি। পরের বছরই প্রথম শিরোপার স্বাদ পান এম্পেরর কাপে। এছাড়াও এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম আসরেই সেমি-ফাইনালে পৌঁছে যায় ক্লাবটি। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা পরে আর থাকেনি। এমনকি এই ক্লাবে শেষটাও নিজের মনমতো করতে পারেননি তিনি। কোচের ভরসা আর পাচ্ছেন না বলে মৌসুমের মাঝপথেই ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেন। গত মাসের শুরুতে শেষ ম্যাচটি খেলে বিদায় নেন কান্নাভেজা চোখে। বার্সেলোনার হয়ে সমৃদ্ধ ক্যারিয়ারে ৯টি লা লিগা, ৬টি কোপা দেল রে ও ৪টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ মোট ৩০টি ট্রফি জিতেছেন ইনিয়েস্তা। স্পেনের হয়ে ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো জয়ের পাশাপাশি জিতেছেন ২০১০ বিশ্বকাপ শিরোপা। বিশ্বকাপ ফাইনালে জয়সূচক গোল করাসহ ক্লাব ও দেশের হয়ে সব সাফল্যেই তার ছিল উল্লেখযোগ্য অবদান।

বিশ্বকাপের টিকিট কবে কিভাবে

কেনা যাবে, যা জানাল আইসিসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ানডে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। সূচি চূড়ান্ত হওয়ায় চলতি মাস থেকেই পাওয়া যাবে প্রস্তুতি এবং মূলপর্বের ম্যাচের টিকিট। সেমিফাইনাল আর ফাইনালের টিকিট পেতে অবশ্য অপেক্ষা করা লাগবে আরও অনেকটা সময়। বুধবার বাংলাদেশের ৩ ম্যাচসহ মোট ৯টি ম্যাচের সূচিতে পরিবর্তন এনে চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করেছে আইসিসি। চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ হওয়ায় এদিন বিকেলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, আগামী ২৫ আগস্ট থেকে অনলাইনে বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। অর্থাৎ ক্রিকেটপ্রেমীরা আর ১৬ দিন পর থেকেই টিকিট কেনা শুরু করতে পারবেন। তবে অনলাইনে টিকিট কিনতে গেলে বেশ কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। যারা স্টেডিয়ামে বসে ম্যাচ দেখতে ইচ্ছুক, তাদের ১৫ আগস্টের মধ্যে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম 'রেজিস্টার' করতে হবে। টিকিটের চাহিদা কী রকম তার উপর ভিত্তি করে টিকিট বিক্রি শুরু হবে। আইসিসি আগেই জানিয়েছিল, অনলাইনে বিশ্বকাপের টিকিট কিনলেও তার ছাপা টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। তাহলেই মাঠে ঢোকা যাবে।

আইসিসি ঘোষিত টিকিট ছাড়ার সময়- ২৫ আগস্ট- ভারত ছাড়া বাকি দলগুলোর প্রস্তুতি ও মূল পর্বের ম্যাচ

৩০ আগস্ট- গুয়াহাটি ও ত্রিবান্দ্রামের ভারতের ম্যাচ

৩১ আগস্ট- চেন্নাই, দিল্লি ও পুনের ভারতের ম্যাচ

১ সেপ্টেম্বর- ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ ও মুম্বাইয়ে ভারতের ম্যাচ

২ সেপ্টেম্বর- বেঙ্গালুরু ও কলকাতার ম্যাচ

৩ সেপ্টেম্বর- আহমেদাবাদে ভারতের ম্যাচ

১৫ সেপ্টেম্বর- সেমিফাইনাল ও ফাইনাল

নেইমারের পিএসজি

ছাড়ার খবর উড়িয়ে দিলেন তার বাবা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যখন কিলিয়ান এমবাপ্পেও পর হয়ে যাচ্ছেন, যখন নেইমারকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন বোনা শুরু পিএসজির; তখনই এই ব্রাজিলিয়ান বলে দিলেন তিনি আর প্যারিসে থাকতে চান না। একপ্রকার ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো অবস্থা। আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটাও বলা যায়। কারণ, পিএসজি এমনিতেই বিপদে। লিওনেল মেসিকে রাখতে পারেনি, তিনি চলে গেছেন ইন্টার মায়ামিতে।

সেই ক্ষত শুকাতে না শুকাতে এমবাপ্পে বেঁকে বসেন। জানিয়ে দেন আর চুক্তি বাড়াবেন না। তাঁকে আরেকটা মৌসুম বেচবেন, না রাখবেন এ নিয়ে যখন চিন্তা করে কূল পাচ্ছে না; তখনই এলো নেইমারের চিরকুট। ফরাসি দৈনিক এল ইকুয়েপে খবরটা প্রকাশ করে সবার আগে। তারা নিজেদের সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, নেইমার এরই মধ্যে পিএসজির মালিকপক্ষকে বলে দিয়েছেন তিনি এই গ্রীষ্মেই ক্লাব ছাড়তে চান।

এখন পিএসজি যেন একূল-ওকূল, সব কূলই হারাতে বসেছে! তারা ভেবেছিল মেসি-এমবাপ্পে গেলেও নেইমারের মতো বড় তারকাকে নিয়ে নতুন করে একটা আক্রমণভাগ গড়া যাবে। সে জন্য নেইমারকে চেনেজানে এমন একজন লুইস এনরিকে কোচ করে এনেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে। যদিও নেইমারের সঙ্গে পিএসজির চুক্তি ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। তাই এমবাপ্পের মতো তাঁকে নিয়ে বড় সংকটে পড়তে হবে না ক্লাবটির। তবে রাগ করে ক্লাব ছাড়তে চাইলে তাঁকে বুঝিয়ে আগের অবস্থায় ফেরানো যাবে। বিপরীত কিছু হলে পিএসজির জন্য সামনের পথটা আরও কঠিন থেকে কঠিন হয়ে যাবে।

আপাতত নেইমারের চাওয়া বার্সায় ফিরে যাওয়া, তাও আবার লোনে। অর্থাৎ নেইমার ভালো করেই জানে বার্সার এখন মোটা অঙ্কের ফি দিয়ে তাঁকে কেনার সামর্থ্য নেই। তাই তাদের কাজটা সহজ করেই পিএসজি ছাড়তে চাইছেন নেইমার। পিএসজি এমনটা হলে দিলে তো! ২০১৭ সালে যে নেইমারের জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করে পিএসজি-বার্সা। ২২২ মিলিয়ন ইউরোর রেকর্ড ফি দিয়ে তাঁকে প্যারিসে এনেছিল তারা। এখন সেই খরুচে নেইমারকে কীভাবে ফ্রিতে যেতে দেবে। অবশ্য চেলসি তাঁর জন্য বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করতে রাজি। তারা আগেও পিএসজির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল। মেসির পর এমবাপ্পে চলে যাওয়ার কথা বলায় নেইমারকে ছাড়তে চায়নি। এখন যখন নেইমারই থাকতে চাইছেন না, তখন তাদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ করতেই পারে খেলাইফিরা।

তবে নেইমারের দলবদল নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর বাবা নেইমার দা সিলভা সান্তোস, যিনি একই সঙ্গে নেইমারের এজেন্টও বটে। তিনি এই খবরকে গুঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন এবং সংবাদমাধ্যম লেকিপকে একহাত নিয়েছেন। নেইমারের পিএসজির ছাড়ার খবর নিয়ে লেকিপের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর বাবা বলেছেন, 'আমি এমন খবর নিশ্চিত করতে পারি না, যা ঘটেইনি। লেকিপ এখন লে'ফেইক।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR